

বাংলার রেনেসাঁ

ভূমিকা:

বেঙ্গল রেনেসাঁ বাঙালী রেনেসাঁ নামেও পরিচিত, একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শৈল্পিক আন্দোলন যা 18 শতকের শেষ থেকে 20 শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ রাজের বাংলা অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা 1757 সালের পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় এবং সেইসাথে 1772 সালে জন্মগ্রহণকারী "বাংলার রেনেসাঁর জনক" হিসাবে বিবেচিত সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের কাজগুলিকে আন্দোলনের সূচনা খুঁজে পেয়েছেন। সেনগুপ্ত বলেছিলেন যে আন্দোলন "বলা যেতে পারে ... শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে," এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে, বঙ্গীয় রেনেসাঁ ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন দেখেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের উত্থানের জন্য এর ধারণাগুলি দায়ী করা হয়েছে। আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি ছিল উদারতাবাদ এবং আধুনিকতার অনন্য সংস্করণ। সুমিত সরকারের মতে, এই সময়ের পথপ্রদর্শক এবং কাজগুলি 19 এবং 20 শতক জুড়ে নস্টালজিয়ার সাথে সম্মানিত এবং বিবেচিত হয়েছিল, তবে, ঔপনিবেশিক উত্সের উপর একটি নতুন ফোকাস করার কারণে, 1970 এর দশকে একটি আরও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপিত হয়েছিল।

বাঙালি রেনেসাঁ প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যারা সেই সময়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল, এবং তাই একটি সম্প্রদায় হিসাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য আরও ভাল অবস্থানে ছিল। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। আন্দোলনের প্রধান মুসলিম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সদস্য, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলাম এবং লেখক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

পটভূমি

বেঙ্গল রেনেসাঁ ছিল শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক রাজনৈতিক জাগরণ দ্বারা চিহ্নিত একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল - সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্ণপ্রথা, সতীদাহ প্রথা এবং মূর্তিপূজা - সেইসাথে ধর্ম এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমিকা। পরিবর্তে, বেঙ্গল রেনেসাঁ সমাজ সংস্কারের পক্ষে কথা বলেছিল - যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মানবতাবাদী এবং আধুনিকতাবাদী আদর্শকে মেনে চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সত্যেন্দ্র নাথ বসু পর্যন্ত, আন্দোলনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব দেখেছিল, যাদের অবদান আজও সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকে প্রভাবিত করে।

বাঙালি সমাজজীবনে রেনেসাঁর প্রভাব: উনিশ শতকে বাঙালি

নবজাগরণের সূচনা ও বিকাশ। এই নবজাগরণ তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজে কুসংস্কার, বিভিন্ন সংস্কার ও ধ্রুপদী নিয়ম প্রকট ছিল। পুনরুজ্জীবিত বাঙালি মানসিকতায়, মানবতাবাদে বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক বিচার এবং বিবেকের অনুপ্রেরণা তাদের স্থান করে নিয়েছে। এই নবজাগরণের ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বর্গ, নরক বা ঈশ্বরের ধারণার পরিবর্তে, রেনেসাঁর প্রত্নতত্ত্বগুলি নৃ-কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পক্ষে ছিল। জীবন ও সমাজকে নতুন মূল্যবোধের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তৎকালীন বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল তা হল সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি, বিধবা বিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সামাজিক পরিবর্তনগুলিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান অবদান ছিল বাঙালির মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের দীক্ষা। পাশ্চাত্যের ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করার পাশাপাশি বাঙালি সমাজও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করে। সব মিলিয়ে এই নবজাগরণ তৎকালীন বাঙালি সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

শিক্ষার উপর বাঙালি রেনেসাঁর প্রভাব

ভারতে বঙ্গীয় রেনেসাঁর ফলে যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই শিক্ষার বিকাশ। ঔপনিবেশিক বিধান এ

সময়টি ছিল মূলত গ্রামের স্কুলে সাক্ষরতা এবং সংখ্যাবিদ্যা শেখানো, মাদ্রাসায় মুসলমানদের আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজ শেখানো এবং সরঞ্জাম, যেখানে পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা দানপত্র দ্বারা সমর্থিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়াভাবে পুরুষদের ছিল, এবং বিরল ক্ষেত্রে যেখানে মেয়েরা শিক্ষা পেতে পারে, এটি বাড়িতে ছিল। খ্রিস্টান মিশনের কাজও সরকারের উদ্যোগের চেয়ে ভারতীয় ছাত্রদের উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিল। যদিও 1813 সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনে সরকারের উদ্বৃত্ত থেকে 100,000 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল "সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতির জন্য, এবং ভারতের বিদ্বান স্থানীয়দের উৎসাহ, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রবর্তন ও প্রচারের জন্য, "এটি জনশিক্ষার কোনো সুসংগত বিধানের দিকে পরিচালিত করেনি।

1800 সালে, ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিল, যেখান থেকে এটি স্কুলগুলির একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে যেগুলি সাক্ষরতা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল এবং অন্যান্য তথাকথিত "উপযোগী জ্ঞান" শেখায়। অন্যান্য মিশনারি সোসাইটিগুলি শীঘ্রই অনুসরণ করে, অনুরূপ লাইনে কাজ করে। এই মিশনারিরা, যারা মূলত স্থানীয়, আদিবাসী শিক্ষক এবং পরিবারের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং ঔপনিবেশিক সরকার, যারা কখনও কখনও তাদের অনুদান দিয়ে সহায়তা করেছিল, তারাও খ্রিস্টান শিক্ষা বা বাইবেল প্রবর্তনের বিষয়ে সতর্ক ছিল।

রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত রামমোহন রায়, নাস্তিক সমাজসেবী রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার এবং অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মকর্তারা প্রায়ই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিতে সহযোগিতা করতেন। এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম কলেজ; ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট; হিন্দু স্কুল, এশিয়ার প্রাচীনতম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়; এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজ্ঞানের উপর বাংলা রেনেসাঁর প্রভাব:

বেঙ্গল রেনেসাঁর সময় বিজ্ঞান আরও অনেক বাঙালি বিজ্ঞানী যেমন সত্যেন্দ্র নাথ বসু, আশুতোষ মুখার্জি, অনিল কুমার গাইন, প্রশান্ত চন্দ্র মহলনোবিস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, দেবেন্দ্র মোহন বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, কিংবদন্তী প্রমুখের দ্বারা উন্নত হয়েছিল। মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার মিত্র, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মেঘনাদ সাহা। জগদীশ চন্দ্র বসু (1858-1937) ছিলেন একজন পলিম্যাথ: একজন পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং কল্পবিজ্ঞানের লেখক। তিনি রেডিও এবং মাইক্রোওয়েভ অপটিক্সের তদন্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, উদ্ভিদবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি রেডিও বিজ্ঞানের অন্যতম জনক হিসাবে বিবেচিত এবং এছাড়াও

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জনক হিসেবে বিবেচিত। তিনি ক্রেসকো গ্রাফও আবিষ্কার করেন।

শিল্পকলায় বাঙালি নবজাগরণের প্রভাব:

বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট ছিল একটি শিল্প আন্দোলন এবং ভারতীয় চিত্রকলার একটি শৈলী যা বাংলায় উদ্ভূত হয়েছিল এবং 20 শতকের গোড়ার দিকে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে বিকাশ লাভ করেছিল। প্রারম্ভিক দিনগুলিতে 'ভারতীয় চিত্রকলার শৈলী' নামেও পরিচিত, এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের (স্বদেশী) সাথে যুক্ত ছিল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ছিল।

পশ্চিমে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রভাব অনুসরণ করে, ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষক আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল কলকাতা স্কুল অফ আর্ট -এ ছাত্রদের মুঘল ক্ষুদ্রাকৃতির অনুকরণে উৎসাহিত করে শিক্ষার পদ্ধতি সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি বিতর্কের সৃষ্টি করে, যা ছাত্রদের ধর্মঘটের দিকে পরিচালিত করে এবং স্থানীয় প্রেস থেকে অভিযোগ, জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে যারা এটিকে একটি প্রত্যাভর্তনমূলক পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল। হ্যাভেলকে সমর্থন করেছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যে বাংলা রেনেসাঁর প্রভাব:

ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে: ইংরেজদের দ্বারা বাংলা জয় শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল না বরং চিন্তা ও ধারণা, ধর্ম ও সমাজে একটি বৃহত্তর বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল... দেব-দেবী, রাজা-রাণী, রাজপুত্রদের গল্প থেকে এবং রাজকন্যারা, আমরা জীবনের নম্র পদচারণায় নামতে শিখেছি, সাধারণ নাগরিক বা এমনকি সাধারণ কৃষকের প্রতি সহানুভূতি জানাতে শিখেছি ... প্রতিটি বিপ্লব জোরেশোরে উপস্থিত হয়, এবং বর্তমানটিও নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের এত সংখ্যা কোথাও নেই

রাম মোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেম চন্দ্র ব্যানার্জী, বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী, এবং দিনাবন্ধু মিত্রের মতো এক শতাব্দীর সীমিত জায়গায় একত্রে জমজমাট নামগুলো পাওয়া যায়। বর্তমান শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশের মধ্যে, গদ্য, ফাঁকা পদ্য, ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য,

বাংলা সাহিত্যে নাটকের প্রচলন হয়েছে।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর বাঙালি রেনেসাঁর প্রভাব:

বাঙালি রেনেসাঁও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। এই সংস্কার আন্দোলনের সাথে জড়িত কিছু উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হলেন রাম মোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বামাখোপা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, যোদ্ধা, যোদ্ধা, যোদ্ধা, যোদ্ধা দেবী।, লাহিড়ী মহাশয়, তিব্বতিবাবা, নিগমানন্দ পরমহংস, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, রাম ঠাকুর, সীতারামদাস ওমকারনাথ, এবং আনন্দময়ী মা।